সৃষ্টি সংলাপ

A Dialogue in Creations

Edited by
Aparna Ganguly
October 2023

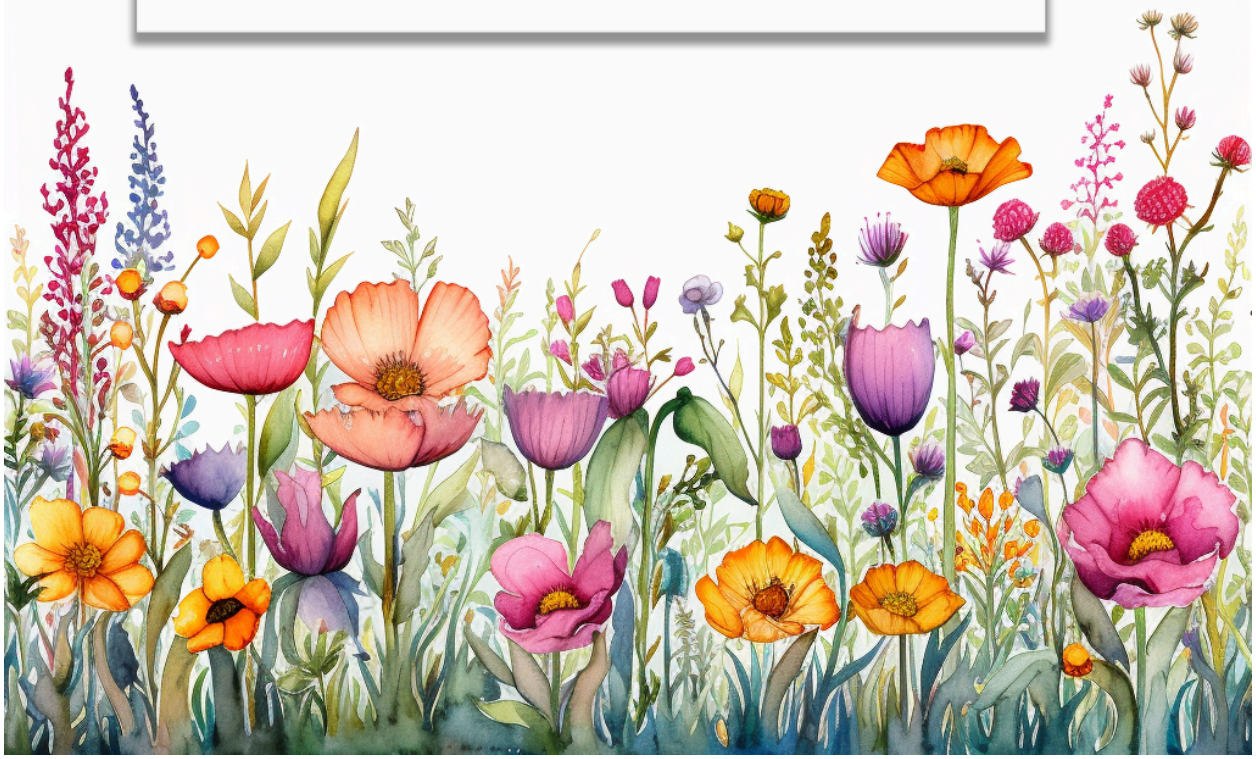

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

Empty page on purpose

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

সূচিপত্র

সম্পাদকের চিঠি..... 4
মিক্সড মিডিয়া আর্ট.....5
গন্ধ বিচার (re-engineered)..... 6
হাতিগঞ্জের হাতি.....8
আগমনী.....11
এক সন্ধ্যা.....19

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

সম্পাদকের চিঠি

দূর্গা পূজার সময় স্কুলের ছুটি থাকত, তখন প্রচুর গল্পের বই পড়ার সুযোগ পেতাম। কিন্তু একটা বিশেষ বইয়ের জন্যে সারা বছর অপেক্ষায় থাকতাম কখন হাতে পাবো - পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা।

পরীক্ষা চলাকালীন যদিও বা পূজাবার্ষিকী বাড়িতে চলে আসতো, আমি সেটা পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতাম। রোজ একবার করে ড্রয়ার খুলে দেখতাম আর মনকে সান্তনা দিতাম যে পরীক্ষাটা ভাল করে দিয়ে নি এরপর উপভোগ করে পড়ব। শুধু পড়া? শুয়ে, কাত হয়ে, চিৎ হয়ে, উপুর হয়ে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে, দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে, খেতে খেতে - কত ভাবে যে পড়তাম তার হিসেবে নেই। অল্প বয়েসে চশমাটা বোধ হয় তাই লেগেছে।

তখন লেখকের গল্প বলার কৌশলে হারিয়ে যেতাম সুন্দরবনের জঙ্গলে বা লন্ডন শহরের ভীড়ে কিংবা আফ্রিকার কোনো দুর্গম উপত্যকায়। গল্পগুলো আর মনে নেই। মনে আছে শুধু অনুভূতিগুলো আর কৈশোরের সেই মধুর স্মৃতি।

আমরা কি সবাই মিলে সেই ভালো লাগাটা আবার ফিরিয়ে আনতে পারি না ?

এর আগেও একটি crowd-sourced বই বের করেছিলাম Valentine's theme-এ "Love Notes" বলে। এইবার পূজো উপলক্ষেও একটা বের করতে চেয়েছিলাম। তাই বন্ধুদের আবার পাশে চেয়েছিলাম।

বাংলায় লেখা কবিতা, গল্প, রেসিপি, ভ্রমণ কাহিনী, হাতে আঁকা ছবি বা ফটোগ্রাফ- সব চলবে বলেছিলাম। একটাই অনুরোধ ছিল- নিজেরা ভালো করে প্রুফরিড করে এরপর পাঠাবেন তাতে আমার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

বন্ধুরা কথা রেখেছে।

অপর্ণা গাঙ্গুলী

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

মিক্সড মিডিয়া আর্ট

আর্ক্রাইলিক পেইন্ট, অ্যালকোহল ইন্ক্, সফ্ট প্যাস্টেল, কাগজের ফুল এবং রাইনস্টোন ব্যবহার করে তৈরি করেছে নবারুণা দেব বর্মন

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

গন্ধ বিচার (re-engineered)

শঙ্খ কর ভৌমিক

(মানে, মাইকেল যদি আবোলতাবোল লিখতেন)

নরপতি আরোহিলা সিংহাসনে যবে, সাড়ম্বরে শঙ্খ-ঘন্টা উঠিল বাজিয়া।
অতঃপর আচম্বিতে দুরুদুরু রবে বৃদ্ধ অমাত্যের হৃদি কম্পিল নাচিয়া।
সন্দিগ্ধনেত্রপাতে মন্ত্রীপানে চাহি, নৃপ কহে, "কী সুরভি তব ও বসনে?"
"এই পরিমলে, প্রভু, দোষ কিছু নাহি", করজোড়ে মন্ত্রী কহে বিনম্র বচনে।
"আয়ুর্বেদাচার্য দ্বারা পরীক্ষিত হবে- এ গন্ধের গুণাগুণ", কহিলা নৃপতি।
"আক্রান্ত অতিশয় বায়ু, পিত্ত,কফে" কহিলা ভিষগরত্ন, নিরুপায় অতি।
"রামনারায়ণ পাত্রে করহ আহ্বান, গন্ধ পরীক্ষার তরে" কহিলা রাজন।
"লহিয়াছি নস্য এই তিল পরিমাণ", সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পাত্র করে নিবেদন।
"ভেবে দেখ, ক্ষুরধার তব বুদ্ধি দিয়া, নাসারন্ধ্র বন্ধ, গন্ধ কিরূপে পশিবে?"
ভূপতি কহিলা এবে, ক্ষণেক চিন্তিয়া, "আরক্ষাপ্রধান তবে পরীক্ষা করিবে।"
ইহবাক্য শুনি কহে নগররক্ষক, "মহাত্মন, ওষ্ঠ মম তাম্বুলরঞ্জিত।
তদুপরি কর্পূর, সে আনন্দবর্ধক, সে সুবাসে শির মম হতেছে ঘূর্ণিত।"
"কোথা গেল ভীমসিং, মহাবলশালী?" জলদমন্দ্রস্বরে রাজা ডেকে বলে।
"অবসন্ন আচ্ছন্ন আজি মম সর্বদেহ", ঘনঘন প্রকম্পিয়া ভীমসিংহ কহে,
"কল্য রাত্রে জ্বর হল, নাহি জানে কেহ। আমা দ্বারা এই কার্য হইবার নহে।"
পুণ্যবান চন্দ্রকেতু, নৃপতিশ্যালক। মিষ্টবাক্যে নরপতি করে অনুনয়,
"করহ উপায় কিছু, বিস্ময়বালক, এই কর্ম কঠিন, তবু অসম্ভব নয়।"
চন্দ্র কহে, "নিতান্তই বধিবারে চাহ? বিলম্ব না করি আজ্ঞা করহ ঘাতকে।
আঘ্রাণে জঘন্য মৃত্যু! হয় গাত্রদাহ। কেন বৃথা কালক্ষয় লঘু এ নাটকে?"
বিজ্ঞ সে নাজির তথা ছিল উপস্থিত। নবতিউত্তীর্ণ বৃদ্ধ, অশক্তশরীর।
"অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, আহা, কে বা তাহে ভীত" মনে মনে চিন্তিয়া কহে বৃদ্ধ বীর।
কহে বৃদ্ধ, "মিথ্যা এই বৃথা বাক্যব্যয়। সভামধ্যে নিতান্তই তোরা এলেবেলে।
ইহধরাধামে কীর্তি রাখিব অক্ষয়। আঘ্রাণ করিতে পারি পুরস্কার পেলে।"
এত শুনি উৎফুল্ল হয়ে নরপতি, কহে, "জেনো, রাজবাক্য মিথ্যা কভু নয়।
সহস্র মুদ্রা দিব", দিলা প্রতিশ্রুতি। বৃদ্ধ শুনি উৎসাহে চমকিত হয়।
নাসাগ্রে স্পর্শ করি বসন অঞ্চলে, বারম্বার পুলকিত, করিলা আঘ্রাণ।
দেখে সবে বাকরুদ্ধ, কথা নাহি বলে। বিস্ময়ে দেখিলা সবে অকাট্য প্রমাণ।
সভামধ্যে পুনঃপুন ওঠে জয়ধ্বনি। মৃদঙ্গ, কাংস্য, ঢক্কা উঠিল বাজিয়া।
তেজস্বী বয়স্ক অস্থি, নয়নের মনি। আনন্দে যতেক প্রজা উঠিলা নাচিয়া।
****

মাইকেল অমৃত সনে সুকুমার সুধা, মিশ্রিত করিয়া হেথা সমপরিমাণে
পাঠকজনের আজি মিটাইবে ক্ষুধা- শঙ্খ করভৌমিকের এই ক্ষুদ্র আশা প্রাণে।
"উড়ো খই গোবিন্দায় নমহ" বলিয়া, হৃত যদি নাহি হয় 'সংগৃহীত' নামে-
(এত বলি সবিনয়ে যেতেছি চলিয়া) বিফল সাহিত্যসৃষ্টি সমাজমাধ্যমে।

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

Sukumar Ray,
Author of Abol Tabol

Michael Madhusudhan Dutta,
Bengali Poet

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

হাতিগঞ্জের হাতি

অপর্ণা গাঙ্গুলী

Blog link: https://thevariegatedsky.blogspot.com/

একবার পুজোর ছুটিতে ছোট মামা আমাদের যেখানে ঘুরতে নিয়ে গেলেন সেই জায়গাটার নাম হাতিগঞ্জ। হাতিগঞ্জের নাম কি করে পড়লো সেটা বলি - এক কালে নাকি এখানে প্রচুর হাতি পাওয়া যেত । এখানের লোক হাতি চালানি কাজ করে প্রভূত ধনসম্পত্তিও করেছিল । শুধু ভারতবর্ষেই না দেশ-বিদেশেও হাতি রপ্তানি করা হতো। Alexander the Great যে হাতির ভয়ে ভারতের পূর্ব দিকে বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি, সেই হাতি নাকি এখান থেকেই পাঠানো হয়েছিল ।

ছোটমামা বললেন যে বর্তমান ভারতে বিহারের সোনপুরে প্রত্যেক কার্তিক পূর্ণিমায় বিশাল বড় মেলা হয়। সেই মেলাতে প্রচুর পরিমাণে পশু বিক্রি হয় – হাতি, ঘোড়া, গবাদি পশু ইত্যাদি । হাতির দাম নির্ধারণ হয় তার বয়স, স্বাস্থ্য - এসব বিচার করে ।একটি হাতির বয়স নির্ধারণ করার জন্য প্রাণিবিদরা তাদের মোলার দাঁতের গোড়াগুলির উপরে থাকা ল্যামেলা (রিজ) দেখেন এবং ডেন্টিন ও সিমেন্ট পরীক্ষা করেন।

হাতিগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে একটা হাট বসতো, সেই হাটে হাতি কেনাবেচা হতো । কিন্তু হাতিগঞ্জে এসে এখন অবধি আমরা কোন হাতি দেখিনি ।

কিংবদন্তি আছে যে এখানকার রাজা বীর দুর্লভ সামন্ত টাকার লোভে একটি বিরল শ্বেত হস্তিকে তুরস্কের এক রাজার কাছে বিক্রি করেছিলেন আর সেই শ্বেত হস্তি তার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে, কিছু না খেয়ে, অনশনে নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছিল ।

আর সেই খবর শোনা মাত্র এ দেশের সমস্ত হাতি একযোগে একসঙ্গে নদী পার করে কোন এক অচিন দেশে চলে গেছে । কেউ কেউ বলে তারা নাকি ভারত মহাসাগরে কোন এক অনাবিষ্কৃত দ্বীপে গিয়ে উঠেছে । আবার কেউ বলে যে তারা মনের দুঃখে, সীতা মায়ের মতো, পাতাল রাজ্যে চলে গেছে। যাই হোক, হাতিগঞ্জ এখন নামে মাত্র সার হয়েছে ।

বন জঙ্গলে ভরা জায়গা । আশেপাশের দু'চারটে পাহাড়ও আছে । ছোটমামা এখানকার দারোগা । আমরা সবাই মিলে তার বাড়িতেই উঠলাম । সরকারি আবাসন বিশাল । তার চারপাশে আমবাগান আর জাম বাগান । কাঁঠাল আর লিচুর গাছও আছে । সব মিলিয়ে বেশ মনোরম পরিবেশ । তার ওপর সরকারি আর্দালিরা ফুটফর্মাস খাটছে আর যখন-তখন পুদিনার শরবত,কমলালেবুর রস, মোসামবির রস করে নিয়ে আসছেন । ছোটমামা একা লোক । কাজেই শুধু উনি থাকলে ওদের রন্ধন শিল্পের দক্ষতা বেশি দেখাবার সুযোগ হয় না । আমরা সপরিবারে আসাতে তাদের অনেক উৎসাহ হচ্ছে । আর সকালের প্রাতরাশ থেকে শুরু করে রাতের ডিনারে কি খাওয়া হবে সেই নিয়ে খুব আলাপ আলোচনা চলছে ।

আশেপাশের খাল নদী থেকে পাবদা মাছ, বড় বড় গলদা চিংড়ি, পাকা রুই-কাতলা, কাচকি মাছ, চাপিলা মাছ- সকাল সকাল জেলেরা দিয়ে যেত বাবু খাবেন বলে । তা বাবু তো সারাদিন বাড়ি থাকতেন না কাজেই আমরাই খেতাম । সেই চিংড়ি মাছ ভাজা ভাতে মাখলে ভাতটা যে লাল হয়ে উঠতো সেটা দেখে আমার খুব আনন্দ হতো। আর সেই স্বাদের তুলনা নেই। শহরের বাজার থেকে কেনা মাছে সেই স্বাদ কখনো পাইনি ।

এর মধ্যে একজন হোমগার্ড কাকু আমাকে বাঁশের কঞ্চি কেটে, একটা তীর ধনুক বানিয়ে দিয়েছিল । তখন

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

টিভিতে রামানন্দ সাগরের রামায়ণ আসত, কাজেই নিজেকে আমি রাম আর বাগানের সব বড় বড় গাছগুলোকে রাবণ বা তার ভাইগুলো বলে কল্পনা করছিলাম।

এর মধ্যে হরি কাকু পিড়ি আর একটা দড়ি দিয়ে আমার দিদির জন্য বড় আম গাছের ডালে দোলনা বানিয়ে দিল। বাগান থেকে ফল খেয়ে আর দোলনা চড়ে আমার দুপুরগুলো কেটে যাচ্ছিল। কখনো বা ফড়িং-এর লেজের সুতো বেঁধে হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার খেলা। রাতেরবেলা জোনাকিরা বাগানের অন্ধকারে সব আলোর বাতি জ্বালিয়ে নাচানাচি করতো। সেই সব দৃশ্য বড় হয়ে আর কখনো দেখিনি।

বিকেল হলে ছোট মামার জিপে করে কাছাকাছি ঘুরতে যেতাম।মামা তখন ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই গাড়ি চালাতেন। একদিন উনি আমাদের গোমতি নদীর উপর নির্মিত মহারানী ব্যারেজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটি ব্যারেজের অনেক উপকারিতা আছে – জল সংগ্রহ এবং সরবরাহ, জলের স্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

ব্যারেজের সংলগ্ন একটি ছোট পাওয়ার হাউস আছে। যা ১৯৭০- এর দশকে ন্যাশনাল প্রজেক্টস কনস্ট্রাকশন করপোরেশন লিমিটেড দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এটি আশে পাশের বাড়িগুলোতে বিদ্যুত সরবরাহ করতে সাহায্য করে।

সেসব দেখে যখন আমরা ফিরছি তখন সন্ধ্যা pray হয়ে গেছে।হাইওয়ের ধারে দেখলাম দুজন মাহুত তাদের হাতি চড়ে হাটতে বেরিয়েছে। তা দেখে আমি ছোট মামার কাছে বায়না করলাম যে আমি হাতি চড়বো। মা বারণ করলেও আমি জানি যে ছোট মামার সামনে মার শাসন বেশিক্ষণ ধোপে টিকবে না। আর আমার শৈশব পেরিয়ে গেলে যে এই স্মৃতিগুলোই শুধু অবলম্বন হয়ে থাকবে সেটা মাকে আবার মনে করিয়ে দিতে ছোটমামা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না। অগত্যা মাকে রাজি হতে হলো। আমার আশা পূর্ণ হবে ভেবে মনটা বেশ ব্রেক ডান্স করে উঠলো।

(*ক্রমশ প্রকাশ্য*)

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

আগমনী

স্থান: Fremont , California
কাল : October ৯, ২০২৩
লেখক: অতনু চৌধুরী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
তনুকা ভট্টাচার্য (স্ত্রী)
অপর্ণা গাঙ্গুলী **(**ভগিনী-সম**)**

“কিরে পুলু ...শুনতে পাচ্ছিস ? পুলু ...হ্যালো....ধুর কি এক ছাই-পাশ ফোন নিয়ে এসছিস কিনে, কিছু দেখাই যাচ্ছেনা। কেমন একটি অন্ধকার ঘোলাটে দেখাচ্ছে আর ভোস ভোস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।” পুলুর মা এবার বিরক্ত হয়ে মেয়েকে ডাকলেন। “ও মলু...একটু দেখে দে তো মা ফোন টা জানি কি হয়েছে। কিছুই দেখা বা শোনা যাচ্ছেনা। এদিকে আমার পুলুটা ও বোধ হয় ফোন ধরে আছে মা এর সাথে কথা বলবে বলে। “ খিক খিক করে মলু ফোন নিয়ে হেসে বলে “হ্যা মা...তুমি ঠিকই বলেছো... তোমার আদর এর পুলু ফোনটা ধরে আছে ঠিকই কিন্তু আলসে টা ফোন হাতে নিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। “ এই হচ্ছে আমাদের গল্পের মূল চরিত্র পুলু , মানে পুলকেশ্বর এর দৈনন্দিন জীবনের শুভারম্ভ। মা ভিডিও কল করেন , কথা বলেন , তারপর তিনি উঠে দিনের প্রস্তুতি নেন। অনেক সময় পুলুর বোন মলু , মানে মল্লিকা ও তার বাবা ফণিভূষণ ও যোগদান করেন যদিও উনারা প্রায়ই নিজেদের কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে একটু কথা বলেই বেরিয়ে পড়েন। বিশেষ করে অগ্রিম বায়না করে রাখা প্রতিমা নির্মাণের তদারকিতে ফণিভূষণ বাবু প্রায় পুরোটা সকালই প্রতিমা শিল্পীদের সঙ্গে কাটান। একটি সময় অবধি প্রতিমা শিল্পই ছিল উনার প্রধান কাজ, উৎসাহ এবং সংসার এর উপার্জন এর মূল সাধন। এখন ছেলে মেয়ে দুজনেই স্বাবলম্বী হয়েছে , এবং কিছুটা বার্ধক্য জনিত শারীরিক অবস্থার কারণে আর উৎসাহ থাকলেও সেই ভাবে দৈহিক পরিশ্রম করতে পারেন না। তাই বাকি সময়টা কিছু উৎসাহী শিশুদের কে নিয়ে বাড়ির সামনেই একটি মূর্তি বানানোর workshop এ কাটান। উনার স্ত্রী, মানে রঞ্জিনী দেবী, অন্য দিকে দশভূজার মতো আজীবন সংসারের হাল ধরে আছেন।

কুমোরটুলির স্থায়ী বাসিন্দা এই পরিবারের যেমন নাম আছে অতুলনীয় মূর্তি নির্মাণে, তেমনি সম্মান আছে শিক্ষার সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্কের জন্যে। বাড়ির মেয়ে মল্লিকা এখন কলেজে দর্শনশাস্ত্রের সিনিয়র লেকচারার। সন্ধ্যেবেলায় আবার পাড়ার ছেলে মেয়েদের পড়ায়। পুলকেশ্বর রসায়নবিদ্যায় খুব ভালো ছিল। বিভিন্ন মেধাবৃত্তি পেয়ে, বহু গুণী লোকেদের সানিধ্যে এসে জার্মানি তে পিএইচডির পড়াশোনা করতে গেছে কিছু বছর আগে। জার্মানির মিউনিখ শহরের বহু প্রাচীন বিস্ময়বিদ্যালয়ে এখন রিসার্চের কাজ করছে । একাই থাকে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আর বছর এর প্রায় বেশির ভাগ সময়টাই দেয় নিজের রিসার্চের কাজে। না দেয়ার অবশ্য কোনো কারণ ও নেই। নিজের অপরিসীম মেধা ও উৎসাহ এবং তার সাথে শিখ্যার্থী বৎসল প্রফেসর Schultz এর সান্নিধ্যে থেকে এই বিষয়ে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এরকমটাই তো চেয়েছিলো সে তার M.Sc. এর পড়াশোনার সময়। তার মধ্যে পন্ডিত মহলেও প্রফেসর Schultz এর খুব সুখ্যাতি। শোনা যায় যে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে নোবেল পুরস্কারের প্রায় কাছে চলে এসেছিলেন। কাজের বাইরে বিশেষ কোনো জিনিসে তিনি মাথা ঘামান না। অনেকটা সেই আশা অনুল্লেখিত ভাবে শিক্ষার্থীদের থেকেও রাখেন।

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

খুবই কম সময়ের মধ্যে পুলকেশ্বর উনার প্রিয় শিখ্যার্থী হয়ে উঠেছিল। তার কঠোর পরিশ্রম এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রফেসর Schultz এর টীম কে গবেষণায় অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে প্রফেসর নিজের টিমের সঙ্গে একটি করে মিটিং করেন। এই মিটিং এর মাধ্যমে তিনি জেনে নেন সবাই কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, কোন রিসার্চ পেপারগুলো পাবলিকেশন এ পাঠাবেন , আসন্ন কোনো কনফারেন্স এর প্ল্যানিং ইত্যাদি। এই মিটিং এ আবার উনি কারো দেরি করে আশা পছন্দ করেন না। প্রফেসরের বক্তব্য হলো, এই মিটিং এর ব্যাপারে সবাইকে অগ্রিম সূচনা দেয়া হয় তাহলে দেরি করাটা নিছক discipline এর অভাব। মিটিং এর পরে আবার উনি এক ঘন্টা সময় রাখেন যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু জিনিসে আলোচনা করতে চায়। অবশ্য আগে থেকে appointment নিয়ে রাখতে হয়। পুলকেশ্বর প্রায়ই এই সাক্ষাৎকারের সদ্ব্যবহার করেছে বিভিন্ন কারনে। কিন্তু আজকের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, নিজের গবেষণার কাজ এর থেকেও বেশি। আসলে এই গবেষণার ব্যাপার টি ই তো তার এই মনের আবেগকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে বিগত এক বছরে। সাখ্যাৎকারে এখনো আরও কিছু সময় বাকি আছে আর এদিকে পুলকেশ্বর মনে মনে শুধু রিহার্সাল করে যাচ্ছে প্রফেসর কে কি করে না রাগিয়ে , না মনে কষ্ট দিয়ে নিজের আবেদনকে উনার সামনে তুলে ধরবে।

কুমোরটুলির এই প্রতিমাশিল্পীদের মাঝে জন্ম হওয়াটা আসলে পুলোকেশ্বরের জন্য আজীবনই যেমন আনন্দের, তেমনি গর্বের। আর হবে নাই বা কেন ? পৃথিবীর আর কোন জায়গায় এই শিল্পকে ঘিরে এতো আনন্দ, এতো উদযাপন , এতো রোশনাই ? আর এই শিল্প হচ্ছে অনন্ত। সব সময় ধরে কোনো না কোনো প্রতিমা নির্মাণ এর কাজ চলেই যাচ্ছে। কাঠাম পুজো থেকে শুরু করে এঁটেল মাটির আয়োজন, এবং ধীরে ধীরে এক মেটে, তারপর দু মেটের লেপ দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ, এই দেখেই তো বড়ো হয়েছে পুলকেশ্বর ও তার বোন। বাবার এবং তাঁর শাগরেদ দের সঙ্গে কত সময় কাটিয়েছে সে হিসেবের বাইরে। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন প্রতিমা শুকাতে অতিরিক্ত আয়োজন লাগতো বেশি power এর ল্যাম্প এবং blower দিয়ে, তখন বাবা সেই দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে পুলু ও তার বোন মলুর কাছে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতেন। ভাই বোন আবার পালা করে নিজের পড়াশোনাও এগিয়ে নিতো ওই সময়ে তাই বাবা মাও কোনো দোমনা ভাব প্রকাশ করেন নি এই দায়িত্ত ওদের হাতে দিয়ে। পুজো দেখার যখন সময় আসতো, তখন বাবা অল্প কিছু টাকা দিয়ে ভাই, বোন ও মা রঞ্জিনী কে পাঠাতেন পুজো দেখতে কিন্তু প্রতিমা শিল্পীরা তখন ও ব্যস্ত থাকতেন হয় পরের দিন এর ডেলিভারির জন্য কিংবা আসন্ন কোনো পুজোর প্রতিমার অর্ডার এর কাজ নিয়ে। বাবার জন্য খুব কষ্ট হতো তাই পুজো দেখে বাড়ি ফেরার সময় বাবার প্রিয় নারু কাকুর দোকানের জিলিপি নিয়ে আসতো। খবরের কাগজে বাবার সাক্ষাৎকার ছাপলে পুরো পরিবার গর্ব সহকারে একসঙ্গে পড়তো। বাবা একটু মুচকি হাসি দিয়ে নিজের কাজে চলে যেতেন। যতবার বাবা শ্রেষ্ঠ প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছেন, সপরিবারে মঞ্চে উঠেছেন এবং সকল উপস্থিত দর্শকদের মাঝখানে তুলে ধরেছেন এই ব্যাখ্যাটি যে কোনো সাফল্যই একার নয়, পুরো টীম এবং পরিবারের। মাকে আবার সেই উপলক্ষে নতুন শাড়ি কিনে দিতেন। পুরো বছরই কুমোরটুলি তে থাকাকালীন মনে হতো পুজোর আনন্দে মেতে আছে চারিদিক। পুজোর সময় ভাই বোন একসঙ্গে অঞ্জলি দিতো। একবার মল্লিকা ভাইকে মহিষাসুরকে প্রণাম করতে দেখে হেসে বলেছিল, “এই কি রে...তুই দেখি মহিষাসুরকে প্রণাম করছিস ? একটা আস্ত পাগল তুই, অসুরকে কি কেউ প্রণাম করে ?” বলে খিল খিল করে হাসছিল আর পাড়ার কিছু শয়তান ছেলেপিলেগুলো ও তাতে যোগদান করেছিল। বাবা তখন দেখতে পেয়ে সবাইকে নিয়ে বসে বলেছিলেন, “আরে তোমরা হেসোনা... হতে পারে আমরা সাধারণত মহিষাসুর কে প্রণাম করিনা কিন্তু তোমরা জানো পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের কিছু রাজ্যে মহিষাসুরের পুজো করা হয় , মেলাও হয় ? কর্ণাটক রাজ্যে মাইসোরে মহিষাসুরের একটি ভাস্কর্য ও আছে। “ তিন পুরুষের ভিটে জমিতে বাসস্থিত অবসরপ্রাপ্ত IAS অফিসার দত্তবাবুর বাড়ির দূর্গা পূজায় একবার অনেক বলে কয়ে ফণিভূষণ বাবুকে দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করিয়েছিলেন। উনি এক মাস অন্তর অন্তর দুই একদিনের জন্য গিয়ে নিজের নিযুক্ত করা শিল্পীদের কাজ দেখে আসতেন। দত্তবাবু একবার নিজের গাড়িতে করে ফণিভূষণবাবু কে মাইসোরের এর চামুন্ডা হিলস দেখাতে নিয়ে

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

গেছিলেন এবং সেই সময়েরই দেখা মহিষাসুরের ভাস্কর্য্য। দেখতে দেখতে পুজোর দিনগুলো চলে যায় এবং চলে আসে মাকে ওই বছরের মতো বিদায় জানাবার পালা। মা রঞ্জিনী দেবী দশমী যাত্রা করে বাড়িতে আসার আগে থেকেই ভাই বোন দাঁড়িয়ে থাকতো প্রস্তুত হয়ে। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল কয়েকটি জিনিস নিয়ে। কার মাথায় বেশি করে শান্তির জল পড়লো, কে বেশি মিষ্টি পেলো, কার হাতের লাল সুতোটা বেশি বড়ো, ইত্যাদি ।

কিন্তু সেই লাল সুতো মার হাতে পরা সম্ভব হয়নি বিগত তিন বছর, যখন থেকে জার্মানিতে এসেছে পুলকেশ্বর। আসলে ব্যাপারটি হলো প্রতি বছরই ঠিক পুজোর দিন গুলি তে ইউরোপে কোনো না কোনো জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু conference থাকে যেগুলোতে না যাওয়া মানে হচ্ছে নিজের কাজে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়া। আর গুরুত্বপূর্ণ conference এর মানে হচ্ছে বেশ আগের থেকে পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নেয়া। তাই বাড়িতেও বিশেষ খোঁজ খবর নেয়ার সময় হয়ে ওঠে না বিস্তারিত ভাবে পুজোর প্রস্তুতির ব্যাপারে। মহালয়ার দিনে সে ভোর রাতে উঠে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের রেকর্ডিং টি শোনে কিছুক্ষনের জন্য কিন্তু অল্পেতেই চোখের পাতা ভিজে ওঠে। বেশিক্ষণ শুনতে পারে না। মনে পরে যায় সেই দিন গুলোর কথা যখন পাড়ার সকলে মিলে ভজহরি কাকার দোকানের সামনে একত্রে বসে মহালয়া শুনতো আর পেট ভোরে কচুরি জিলিপি খেয়ে বাড়ি ফিরত। থাকতো চারিদিকে প্রতিমা শিল্পীদের ব্যস্ততা। মনে হয় যেন জীবন থেকে সব হারিয়ে গেছে। “কেন আসা এতো দূরে ? বঙ্গ দেশে কি আর কেউ পিএইচডি এর পড়াশোনা করছেনা ? নিজেদের পড়াশোনায়, গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছেনা ? এইতো সেদিন শুনতে পেলাম রামকৃষ্ণ মিশনের মহান মহারাজ ভাটনাগর অ্যাওয়ার্ড এ সম্মানিত হয়েছেন। “ এই ভেবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করতো যে কোনো দায়বদ্ধতা নেই এই সুবর্ণ আনন্দের দিনগুলো কে পিছনে ফেলে রেখে এতো দূরে আসার।

“পুলকেশ্বর ...পুলকেশ্বর...”, প্রফেসর Schultz এর সেক্রেটারি Stella ডাকছেন। “স্যার অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য অফিসে, যাও।” পুলকেশ্বর প্রফেসরের অফিস এ ঢোকার পরে কথোপকথনটি বাংলায় অনুবাদ করলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়:

প্রফেসর : “হ্যালো পুলকেশ্বর...কেমন আছো ?” প্রতি সাক্ষাৎকারই প্রফেসর এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেন তাই আজ কোনো ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম তো হচ্ছে নিজের এজেন্ডাতেই।

পুলকেশ্বর : “প্রফেসর, অনেক দিন ধরেই একটি কথা বলবো ভাবছি কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনা কিভাবে বলবো” একটুক্ষণ চুপ থেকে প্রফেসর বললেন:

“গবেষণার বাইরে কিছু বলবে কি ?”

পুলকেশ্বর চুপ থেকে মাথা নাড়ালো শুধু। এইবার প্রফেসর কলমটা পাশে রেখে বললেন:

“নিশ্চয়ই...বলো।” পুলকেশ্বর কথা বলছে না, শুধু মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে।

প্রফেসর: “কি ব্যাপার...বলো...সব ঠিক আছে তো ?” একটু পরে পুলকেশ্বর মুখ তুলে তাকাতেই প্রফেসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন:

“কি হয়েছে পুলকেশ্বর ? সব ঠিক আছে তো ? বাড়ির থেকে কোনো খবর ?”

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

পুলকেশ্বরের চোখে জল।

প্রফেসর: "পুলকেশ্বর...আমি এই দেশে তোমার অভিভাবক...তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারো।" আশ্বাস দিয়ে বললেন।

পুলকেশ্বর: "আমি বাড়ি যাবো প্রফেসর..." এই শুনে প্রফেসর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটু ভেবে বললেন:

"ব্যাস এই ব্যাপার ?" আমি বুঝতে পারছি বাড়ি থেকে দূরে থাকাটা খুব সহজ নয়। ঠিক আছে...তুমি কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসতে চাইলে নিশ্চয়ই পারো। শুধু এপ্লিকেশন টা দিতে ভুলো না Stella র কাছে। আর কালকে সবাইকে একটা ইমেইল..."

পুলকেশ্বর: "আমি দুক্ষিত প্রফেসর এইভাবে মাঝে কথা বলার জন্য কিন্তু আমার আবেদনটি হচ্ছে আমি এদিকের সব গুটিয়ে আমার দেশের বাড়িতে ফেরত যেতে চাই। ... নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি বিগত কয়েক মাস ধরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার আগে। " পুলকেশ্বর এইবার নিজের চোখের জল মুছে বলতে লাগলো। "ছোটবেলা থেকে পুজো-পার্বন এর প্রস্তুতিতে বড় হয়েছি...চারিদিকে উৎসবের জাঁকজমক, আলোর রোশনাই, অতুলনীয় প্রতিমা শিল্পীদের কারুকার্য দেখেছি, ওঁদেরকে সুযোগ মতো কাজে সাহায্য করতে পেরেছি। কিন্তু এখন নিজেকে হঠাৎ বড় এক লাগে। পুজোর সময় গুলো চলে গেলে ভাবি...ইউটুবে আর বাড়ির সঙ্গে video call বাদে সেরকম ভাবে মাকে দেখতেও পাইনি ভালো করে। তাই ঠিক করেছি যে বাড়ি যাবো এবং গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়টি ওখান থেকেই এগিয়ে নিয়ে যাবো। মনে শান্তি থাকবে যে সবার মাঝে রয়েছি আর রয়েছি সকল আনন্দ ও নানা রূপে উদযাপনের মাঝে। "

এইবার প্রফেসর গভীর ভাবে ভাবছেন দেখে পুলকেশ্বর একটু চিন্তায় পড়লো, ভুল করে ফেললো না তো ? প্রফেসর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। শুধু জ্ঞানের দিকেই নয়। একজন অবিতর্কিত ভালো মানুষ হিসেবেও পুলকেশ্বর উনার যথেষ্ট সানিধ্য পেয়েছেন। কোন conference এ গেলে যেমন মূল বিষয় এর খোঁজ নিতেন, তেমনি যত্ন সহকারে খোঁজ নিতেন যে ভালো হোটেল এ থাকছে কিনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক করে করছে কিনা, ইত্যাদি। এমন ভালো মানুষ কে মনে কষ্ট দেওয়াটাও যথেষ্ট বেদনাদায়ক। কিন্তু তবু পুলকেশ্বর আজ অনেকটা হালকা অনুভব করছে মনের কথা বলতে পেরে।

"বেশ, তুমি তাহলে ঠিক করে ফেলেছো বাড়ি যাবে। খুব ভালো কথা।" প্রফেসর বলে চললেন। "কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে এই সিদ্ধান্তই তোমার জীবনের সব আনন্দ ফিরিয়ে আনবে ?"

পুলকেশ্বর: "আমি দুঃখিত প্রফেসর , আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনি কি বলতে চাইছেন"।

প্রফেসর: "আমি শুধু এটুকু বলতে চাইছি পুলকেশ্বর যে তুমি আনন্দ কে শুধু একটি দৃষ্টিকোণে দেখছো। সেই দৃষ্টিকোণ যেটা তোমার কাছে খুব পরিচিত। সেই দৃষ্টিকোণ যা তোমাকে বড় হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখতো যে এই ফিরে যেতে চাওয়া মন কে কি আর অন্য কোনো দৃষ্টিকোণের সঙ্গে পরিচয় করানো যায়না।"

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

পুলকেশ্বর একটু বিভ্রান্ত সুরে বললো, “ধন্যবাদ প্রফেসর কিন্তু আমি এখনো স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারছিনা আপনি কি পরামর্শ দিতে চাইছেন।”

প্রফেসর: “জীবনের যেই আনন্দের দিনগুলো কে তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছো , তা তো তুমি এইখানেও নিয়ে আসতে পারো। নিয়ে আসতে পারো তোমাদের এই অতুলনীয় শিল্পকে। ছড়িয়ে দিতে পারো এই মিউনিখ শহরের বুকে এই আলোর রোশনাইকে। সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে পারো এই অপরিসীম আনন্দ কে। একবার টি ভেবে দেখো তো , তোমাদের এই অমূল্য শিল্প যদি পৃথিবীর চারিদিকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারো , একদিকে তো তুমি তোমার ছোটবেলার স্মৃতিগুলো কে আরও সুন্দর করে তুলতে পারবে এই ভেবে যে তুমি তোমার বাবা , কাকা ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কে অনুপ্রেরণা দিচ্ছ এই শিল্প কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তুমি তো তোমার ইন্ট্রোডাকশন এ বলেছিলে যে তোমার একটি অতি প্রিয় স্মৃতি হচ্ছে দূর্গা পুজোতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যার মাধ্যমে তুমি মা দূর্গা কে তোমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাও। এটা কি এক প্রকারে শ্রদ্ধা জানানো হবে না তোমার দূর্গা মা কে যে তুমি উনার প্রতিমা বানান এমন শিল্পীদের উৎসাহ দিচ্ছো জীবনের পথে আরও এগিয়ে যাবার জন্য ?”

বিজ্ঞান বাদে প্রফেসর এর আগে কোনোদিন অন্য বিষয়ে লেকচার শুনেনি পুলকেশ্বর তাই পুরো অর্থটা বুঝতে একটু সময় লাগলো। অবাক হলো জেনে যে একজন মানুষ যিনি কোনোদিন দূর্গা পূজা কে এতো কাছের থেকে দেখেন নি বা অনুভব করেন নি, কি করে তিনি উৎসব আনন্দের একটি সম্পূর্ণ আলাদা মানে তুলে ধরলেন এতো সুন্দর করে। সত্যিই তো, সে তো শুধু নিজের হারানো আনন্দের দিনগুলিকেই বড় করে দেখেছে। কিন্তু চিন্তাধারাকে একটু পাল্টিয়ে দেখলেই জানা যায় যে এর থেকে আরও অনেক বেশি আনন্দ , তৃপ্তি ও উদযাপন সম্ভব। মনের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটি আলোড়নের সৃষ্টি হতে লাগলো। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো পুরো মিউনিখ শহর এবং ধীরে ধীরে আরও অনেক জায়গায় বাজছে ঢাক , রাস্তা ঘিরে রয়েছে আলোর রোশনাই , চারিদিকে আনন্দের ঢেউ।

পুলকেশ্বর: “কিন্তু প্রফেসর , আপনি তো বললেন পুজোর আনন্দকে এই শহর এ নিয়ে আসতে। কিন্তু পুজো করবো কোথায় ? জায়গা কোথায় পাবো ? কি করে সব আয়োজন হবে ?”

প্রফেসর: “কেন, এই সুন্দর কাজটি তো আমার বাড়িতেই শুরু করতে পারো। এমনিতেও বাড়িতে আমার study আর laboratory বাদে বিশেষ কোনো জায়গা ব্যবহার করা হয় না। হোক না তাহলে এদিক থেকেই এই মহৎ কাজের শুভারম্ভ।”

পুলকেশ্বর ভাবছে হাসবে, না কাঁদবে, নাকি টুক করে প্রফেসরের পায়ে একটি প্রণাম করে নেবে। পরমুহূর্তেই আবার জিজ্ঞেস করলো যে তার তো তখন conference থাকে , তাহলে কি করে সব আয়োজন হবে? প্রফেসর তখন বোঝালেন যে পুরো টীম যখন আছে, সুন্দর প্ল্যানিং এর মাধ্যমে সব হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। সেই রাত্রে পুলকেশ্বরের আর ঘুম এলো না। মাঝরাতেই বাড়িতে কথা বলে সব জানালো। বিশেষ করে জানালো প্রফেসর এর বোঝানো দৃষ্টিভঙ্গি। সব শুনে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, “বাবা তুই কি আর পুজো তে আসবি না ?” বোন মল্লিকার ও একই প্রশ্ন ছিল কিন্তু বাবা বোঝালেন যে এই প্রকল্পের মানে এই নয় যে পুলু কোনোদিন বাড়িতে পুজোয় আসবেনা। বিদেশের মাটিতে একটি নতুন আনন্দের প্রতিষ্ঠা করছে। দেশের ও দশের আরও নাম হবে। “ভেবে দেখো তো আমাদের কুমোরটুলির ভাই বোনেদের আরও কত উন্নতি হবে এই শিল্পের মাধ্যমে। “ বাবা আবেগ ভরা সুরে বললেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন সম্পূর্ণ সহযোগিতার। কয়েক ঘন্টা পরেই প্রতিমা শিল্পী বলাই কাকু ফোন করে বললেন, “কোনো চিন্তা নেই রে পুলু...তোদের পুজোর মূর্তি সবার আগে তৈরী করে তোদের দেশে পাঠিয়ে দেব। “

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

মা আর চারু কাকী বললেন যে পুজোর যাবতীয় সামগ্রী পাড়ার কুরিয়ার খগেনদার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন। আলোক সজ্জার কাট -আউট গুলো পাড়ার দীননাথ কাকু পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিজের কাছে নিজেকে কোনো অংশে super hero থেকে কম মনে হলো না. এই কিছু সময় এর মধ্যেই মনে হচ্ছে পুজোর মোটামুটি সব আয়োজন হয়ে গেছে। আর সময় নষ্ট না করে একটি নিমন্ত্রণ পত্র এবং পুজোর banner এর draft বানিয়ে নিলো computer এ বসে। এতে লিখলো:

“Schultz বাড়ির সার্বজনীন দূর্গা পূজা
October ২০ - ২৪, ২০২৩
মিউনিখ , জার্মানি”

সকাল হতেই ছুটে প্রফেসরের অফিসে গেলো। আজ আর কোনো appointment এর অপেক্ষা সে করতে রাজি নয়। তড়িৎবেগে সব কিছু বললো বাড়ির সঙ্গে যা কথা হয়েছে। সেই সঙ্গে পুজোর banner আর নিমন্ত্রণ পত্রের draft গুলো দিলো দেখার জন্য। সব কথা শুনে ও draft গুলো দেখে প্রফেসর অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, “বেশ, তাহলে আর দেরি কিসের ? পুজোর তো তাহলে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। আমাদের lab এর team এর সঙ্গে বসে তাহলে planning শুরু করে দাও আর জানিয়ো আমাকে কি দায়িত্ব নিতে হবে। “ পুলকেশ্বর অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সম্মতি জানালো। জিজ্ঞেস করলো যে draft টি কেমন লেগেছে। প্রফেসর বললেন, “তোমার তো পরশু জুরিখ যাবার কথা lab এর কাজে ? তুমি সেরে এসো, তার মধ্যে আমি দেখে নেব, কেমন ?” উৎসাহের সঙ্গে প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুলকেশ্বর নিজের কাজে চলে গেলো। নানাবিধ ব্যস্ততায় ও জুরিখ এ কাজের চাপে আগামী কয়েকদিন বাড়ির সঙ্গে কথা হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র মল্লিকার সঙ্গে মাঝে এক দুই বার মিনিট খানেকের জন্য কথা হয়েছিল। জুরিখ থেকে ফিরে পরের দিন lab এ গিয়ে দেখে desk এর ওপরে একটি বড় খাম। খুলে দেখল একটি ছোট্ট নোট যেটাতে লেখা:

“স্নেহের পুলকেশ্বর, তোমার বানানো draft গুলি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। ছোট্ট একটি পরিবর্তন করেছি। আশা করি তোমার ভালোই লাগবে। আমি সান ফ্রান্সিস্কোর একটি conference এ আছি। আগামী সপ্তাহে এসে কথা হবে। - প্রফেসর Schultz “

তারাতারি করে পুলকেশ্বর banner এর আর নিমন্ত্রণ পত্রের draft গুলো বার করে দেখলো। একেবারে চুপ হয়ে গেলো draft গুলোর দিকে তাকিয়ে আর চোখগুলো আনন্দে ছলছল করে উঠলো। লেখা ছিল:

“Schultz বাড়ির সার্বজনীন দূর্গা পূজা
October ২০ - ২৪, ২০২৩
মিউনিখ , জার্মানি

প্রধান অতিথি : ফণিভূষণ পাল , রঞ্জিনী দেবী (কুমারটুলি)”

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

এক সন্ধ্যা

সূর্যতপা চক্রবর্তী

Blog link: https://ascoopofsunshine.blogspot.com/

মার মেডিকেল চেম্বার হাওড়া নদীর বাঁধের ওপার এক ছোট্ট শহরে ছিল। কলেজের ছুটিতে বাড়িতে এসে বাবা-মার সাথে আমিও জেতাম প্রতি সন্ধ্যা সেই শহরে। মাকে চেম্বারে ছেড়ে, বাবা আর আমি জেতাম ইভনিং ওয়াকে।

এমনই একদিন বাবার সাথে ইভনিং ওয়াক করতে করতে আমরা পৌঁছলাম ইন্দ্রনগরের নদীর ধারে এক গ্রামে। নদীর স্নিগ্ধ বাতাস সমস্ত গ্রামে এক মনোহর আবহাওয়া সৃষ্টি করছিল। সেই নদীর পারে সরু পথ ধরে চলতে চলতে এক বাড়ি থেকে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পারলাম।কৌতূহল বসত আমরা এগিয়ে গেলাম সেই বাড়ির দিকে।

প্রচুর জায়গা ঘেরে সেই বাড়ি। বড় উঠানের তিন পাশে দুতলা বাড়ি। বাড়িটি খুব একটা নতুন নয়। এক দিকে বড় গেট, খুলা ছিল। বাবা আর আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকতেই দেখি উঠানের এক দিকে একটি সুন্দর মন্ডপ। সেই মন্ডপে এক দেবীর আরতি হচ্ছে। শঙ্খ-ঘন্টা, ঢাক-ঢোল বাজছে, গারগোল-ধূপের ধুয়া আর উলূধ্বনি চারিদিক যেন পবিত্র করে তুলছে।

প্রধান দেবী মূর্তিটি লাল শাড়ি পরা এক দয়ালু মায়ের চেহরা, রাজহংস বাহন, অষ্ট নাগের সিংহাসন। পায়ে নিচে পদ্মফুল। মায়ের চার হাত - অভয় মুদ্রা এবং কারনা মুদ্রা দিয়ে ভক্তদের মঙ্গল প্রদান করছেন।
এই দেবীর দু পাশে আরো দুজন করুণাময়ী দেবী মূর্তি।

বাবা বললেন, "অষ্ট নাগের সিংহাসনে বসা - ইনি তো মা মনসা - আর দু দিকে তাঁর সখি নেতা ও সুগন্ধা। মনসা মায়ের মূর্তি পুজো সচরাচর দেখা যায় না।"
আগ্রহী হয়ে বাবা উপস্থিত এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "কার বাড়ির পূজা এটা?"
লোকটি বললেন, "নমস্কার স্যার, আমার নাম নীলমণি রায়। প্রতি বছর এই সময় আমার বাড়িতে মনসা দেবীর পূজা হয়। আমাদের মা খুব জাগ্রত, আমরা মায়ের ভক্ত।"
বাবা বললেন, "মায়ের মূর্তি পূজা এই অঞ্চলে দেখা যায় না।"
নীলমনি রায় বললেন, "হ্যাঁ স্যার, এর এক কাহিনী আছে। আমার দাদু এই পূজা শুরু করেছিলেন।"
আমি বললাম, "কি কাহিনী ?"
"আমি বলছি।....কানু, তিনটা চেয়ার টান, আর চা বানাতে বল। মায়ের প্রসাদ এখানে নিয়ে আসবি।"
কানু চেয়ার এগিয়ে দিতেই, নীলমণি রায় বললেন, "তুমি বস, স্যার বসেন।" একিসাথে একটি মেয়ে চা নিয়ে এল - যেন সে আগেই জানত এই কাজটা করতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে নীলমণি রায় শুরু করলেন, "আমার দাদু, মধুসূদন রায়, এই গ্রামের এক ব্যাপারী ছিলেন। গ্রামের ব্যাপারী, অভাব ছিল না, প্রাচুয্যও ছিল না। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমন অনেক জরিবুটি আর আধুনিক ঔষধেরও ব্যবসা করতেন। এক বছর বর্ষা কালে প্রচন্ড বৃষ্টি হল। হাওড়া নদী বুক ফুলিয়ে, পার ভেঙে, গ্রামে, শহরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। মহাবন্যা। চারিদিকে শুধু নদী। লোকজন ঘর-দ্বার হারিয়ে বড় মন্দিরে অথবা স্কুলে স্থান খুঁজছিল। অবিরল বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। অন্যান্য গ্রাম ও শহর থেকে আসা-যাওয়ার সব পথ বন্ধ। এমন একদিন শুনা গেলো মন্দিরে আশ্রিত শিশুদের জ্বর ও পেট খারাপ হয়েছে। ওষুদের কোন ব্যবস্থা নেই, হাসপাতাল যাবার কোন উপায় নেই।

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

মধুসূদন রায়, খুব সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ওষুধের ব্যবসা করতে করতে তিনি চিকিৎসা মুলক কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শিশুদের শরীর খারাপের কথা শুনতে পেয়ে তিনি নিজেই ঔষধ নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। তাঁর কাছে একটি নৌকো ছিল। অন্য কাওকে দুর্যোগের মুখে না ফেলে, তিনি একাই বেরিয়ে পড়লেন ওষুধ নিয়ে মন্দিরের দিকে। কিন্তু বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ঝড়-বৃষ্টি আরও বেড়ে উঠেছিল। নদীর জলে, সমুদ্রের মতন ঢেউ উঠছিল। অন্ধকারে দূরে মন্দিরের আলো দেখতে পেয়ে তিনি নৌকা সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ এক বজ্রপাত হয়ে এক বড় গাছ পড়ে তাঁর নৌকো উল্টে যায়। এক হাতে ওষুদের বাক্স ধরে, তিনি সাঁতার কাটার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জলের প্রবাহ খুব শিগগির তাঁকে কাবু করে নেয়।

সেই জলের মধ্যে কে যেন তাঁকে তুলে ধরল এবং নৌকোতে উঠাল। ওষুধের বাক্স তার হাতে দিয়ে,দাদু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন তিনি বাড়িতে। ঝড়-বৃষ্টি শেষ। গ্রামের লোকেরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে বাড়ি এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো, কি হল?"
"বাবু, আপনার নৌকা আর আপনার ওষুধের বাক্স নিয়ে দুজন যুবতী মন্দিরে এসেছিল। শিশুদের ওষুধ দিয়ে, সেবা করে তারা তাদের ঠিক করল। আরেক যুবতী আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির দ্বারে রেখে চলে যায়। বাড়ির লোকেরা অনেক খোঁজ করেও তাকে পায় নি। আমরা সবাই এখন আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কোনো জানহানি হয় নি।"

দাদুর আবছা-আবছা মনে এলো, তন্দ্রায় যেন তিনি সেই তিন যুবতীদের দেখেছিলেন। চোখ বুজে মায়ের চেহারা দেখা দিল। জোর হাতে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। সেই বছর প্রথম বার আমাদের বাড়িতে মনসা মার পূজা হয়। ঠিক জেই রূপে দাদু তাঁকে দেখেছিলেন - সাথে তাঁর সখি জারা তাঁর সাথে আমাদের রক্ষা করেন।

তারপর আমাদের গ্রামে অনেক উন্নতি হয়। দাদুর ব্যাবসায়ও অনেক লাভ হয়। আমরা কিন্তু প্রত্যেক বছর এই পূজা টা করি। মা আমাদের খুবই প্রিয়।"

এই বলে নীলমণি রায় তাঁর ঘড়ি দেখে বলল, "কি রে, প্রাসাদ কোথায়?"
বাবা আর আমি উঠে পরলাম। আমি বললাম, "আমাদের ফেরত যেতে হবে। মা কে চেম্বার থেকে পিক-আপ করতে হবে।"
তিনি বললেন, "উনি কি ইন্দ্রনগর শহরে রোগী দেখেন? আমাদের ওষুধের দোকান ঠিক সেই মেডিকেল চেম্বারের পাশে। গরীবদের আমরা বিনামূল্যে ওষুধ দিই।"
প্রসাদের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে, তিনি আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন। আমরাও তাঁকে এই অপূর্ব সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

আবার সেই নদীর ধারে পথ ধরে বাবা আর আমি শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। নদীর জল এবং তার আসে-পাশে দেখে মনে হল যেন সেই মঙ্গলকরিনী, অভয়দাত্রী দেবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023

শুভ বিজয়া

সৃষ্টি সংলাপ (A Dialogue in Creations) © 2023